POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ○

প্রত্যেক জীবনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নহে। (আলে ইমরান:১৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 13

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 মার্চ, 2020 1 শাবান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

বড় বড় ইংরেজ গবেষকরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের সত্যতার আত্মাই এমন প্রবল শক্তিশালী যা জাতিসমূহকে ইসলামে আসতে বাধ্য করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি মনে করি, যে ব্যক্তি নিজের অসৎ ও ঘৃণ্য স্বভাব-চরিত্র ত্যাগ করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করে, বস্তুত সে নিদর্শনই প্রকাশ করল। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ভীষণ রুক্ষ বা রাগী স্বভাবের ব্যক্তি নিজের বদ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করে ক্ষমা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে, কিম্বা কার্পণ্য ত্যাগ করে বদান্যতা এবং বিদ্বেষ ত্যাগ করে সহানুভুতির গুণ ধারণ করে, তবে এটি অবশ্যই তার জন্য নিদর্শন দেখানোর নামান্তর। অনুরূপভাবে যখন সে আত্ম-অহমিকা ত্যাগ করে বিনয় অবলম্বন করে তখন এটিই একটি নিদর্শন হয়ে ওঠে। অতএব, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিদর্শন পুরুষ হয়ে উঠতে চায় না। আমি জানি, প্রত্যেকেই চায়। কাজেই মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার পরিবর্তন এক স্থায়ী ও জীবন্ত নিদর্শন। কেননা, এটি এমন এক নিদর্শন যার প্রভাব কখনও স্তিমিত হয় না, বরং তা সুদূর প্রসারী। মোমেনের উচিত সৃষ্টি ও স্রষ্টার জন্য নিদর্শন প্রকাশকারী হওয়া। বহু অসচ্চরিত্রবান ও ব্যাভিচারীদের দেখা গেছে যারা কোন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের নিদর্শনে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা দেখে তারাও নতমস্তক হয়েছে। স্বীকার করা ছাড়া তাদের কোনও উপায় ছিল না। অনেকের জীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তারা নৈতিক ও চারিত্রিক নিদর্শন দেখেই সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিল।

চারিত্রিক নিদর্শন

ঈমানের দাবি হল আল্লাহ্ তা'লার কাছে সংশোধন চাওয়া এবং নিজের শক্তি খরচ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়ার জন্য নিজের হাত ওঠায়, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া ফিরিয়ে দেন না। অতএব দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্য সংকল্প নিয়ে খোদার কাছে যাচনা কর। উপদেশ হিসেবে আমি পুনরায় একথাই বলব যে, উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা নিদর্শন প্রকাশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যদি কেউ বলে সে নিদর্শন পুরুষ হতে চায় না, তবে স্মরণ রাখা উচিত, শয়তান তাকে প্রতারিত করছে। নিদর্শন প্রকাশের অর্থ আত্মম্ভরিতা ও গর্ব প্রদর্শন নয়। নিদর্শন প্রকাশের দ্বারা মানুষ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয়ে হিদায়ত প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাদেরকে পুনশ্চ বলছি, আত্মম্ভরিতা ও গর্ব প্রদর্শন চারিত্রিক নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। দেখ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাসরত কোটি কোটি মুসলমান কি অস্ত্র বলে জোর করে মুসলমান হয়েছে? না! একথা সম্পূর্ণ ভূল। ইসলামের অলৌকিক প্রভাবই তাদেরকে টেনে এনেছে। বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন রয়েছে। চারিত্রিক নিদর্শনও সেগুলির মধ্যে অন্যতম একটি যা প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল। যারা মুসলমান হয়েছে, তারা কেবল সাধুতা ও সত্যবাদিতার নিদর্শন দেখেই প্রভাবিত হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব, তরবারি নয়। বড় বড় ইংরেজ গবেষকরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইসলামের সত্যতার আত্মাই এমন প্রবল শক্তিশালী যা জাতিসমূহকে ইসলামে আসতে বাধ্য করে।

প্রত্যেকটি কর্ম খোদা তা'লা ইচ্ছানুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্তুত মানুষ যখন স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে মুক্ত হয়ে খোদার ইচ্ছার অধীন পরিচালিত হয়, তখন তার আর কোন কর্মই অবৈধ থাকে না। বরং প্রত্যেকটি কর্মই খোদার ইচ্ছা অনুসারে হতে থাকে। মানুষ যেখানে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সেখানে সবসময় দেখা যায় যে, সেই কাজ খোদার ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয় না, বরং সেটি খোদার সন্তুষ্টির বিপরীতে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। যেমন- ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমন কোন কাজ করে বসে যার ফলে বিষয় মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়, বা ফৌজদারি অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু কেউ যদি মনঃস্থির করে যে, সে আল্লাহ্ তা'লার কেতাবের আদেশবলীর বিরুদ্ধাচারণ করবে না এবং সমস্ত বিষয়ে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, তবে আল্লাহ্ তা'লার কেতাব অবশ্যই তাকে পথপ্রদর্শন করবে। যেরূপ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন- وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (সূরা আনআম, আয়াত: ৬০) অতএব আমরা যদি মনঃস্থির করি যে, সব সময় কিতাবুল্লাহ্ থেকেই পরামর্শ গ্রহণ করব, তবে অবশ্যই তা থেকে পথপ্রদর্শন লাভ হবে। কিন্তু যে নিজ প্রবৃত্তির দাস, সে সবসময় ক্ষতির মধ্যেই পড়বে। এক্ষেত্রে প্রায়ই তাকে মূল্য দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কিন্তু এর বিপরীতে ওলীউল্লাহরা সকল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে। তারা যেন আল্লাহতে বিলীন হয়ে গেছে। অতএব, খোদার প্রতি এই আত্মবিলীনতা যার মধ্যে যত কম, সে খোদা থেকে তত দূরে। কিন্তু খোদাতে তার আত্মবিলীনতা যদি তাঁর অভিপ্সীত মান অনুযায়ী হয়, তবে এমন ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৫)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

ইসলাম কোনওভাবেই মিথ্যা বলার অনুমতি দেয় না।

আঁ হযরত (সা.) কি বিশেষ পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করেছিলেন?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে এই প্রচলিত ভ্রান্তির অপনোদন

মদীনা প্রশাসনে বনু নযীর ও বনু কুরায়যা গোত্র দ্বারা চুক্তিভঙ্গির কারণে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত মহম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

নৈরাজ্যবাদী ইহুদী নেতা আবু রাফে নামে পরিচিত সাল্লাম বিন আবি হাকীক উরফে-র হত্যার কারণ ও তার বিশদ বিবরণ জামাতের দীর্ঘদিনের সেবক মাননীয় তাজ দ্বীন সাহেবের মৃতু এবং প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১৪ই ফেব্রুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৪ তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:গত খুতবায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) -এর স্মৃতিচারণ হয়েছিল, যার একটি অংশ বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। ইনশাআল্লাহ্ আজ বর্ণনা করা হবে। কা'ব বিন আশরাফ-এর হত্যা প্রসঙ্গে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাকে (কোন) অজুহাতে ঘর থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন, এটি কি মিথ্যা (বলা) নয়? এছাড়া এটিও বর্ণিত হয়েছিল যে, একটি হাদীস অনুসারে কোন কোন আলেমের মতে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা (বলার) অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অথবা হাদীসের অপব্যাখ্যা যা তিনটি ক্ষেত্রে ভুল কথা বা মিথ্যাকে বৈধ আখ্যা দেয়। যাহোক, সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের বর্ণনার আলোকে আমি তখন এর ব্যাখ্যা করেছিলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও স্বীয় পুস্তক 'নূরুল কুরআন'-এ সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন, যা একজন খ্রিষ্টানের আপত্তির উত্তরে তিনি বর্ণনা করেছেন। এর কিছুটা এখন আমি উপস্থাপন করব, যদ্বারা এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কোনক্রমেই মিথ্যা বলার অনুমতি দেয় না। একজন খ্রিষ্টানের আপত্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একটি আপত্তি হল,

মহানবী (সা.) নাকি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনে ধর্মবিশ্বাস গোপন করার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু ইঞ্জিল ঈমানকে গোপন করার অনুমতি দেয়নি!এ হলো আপত্তি। এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, সততার আবশ্যকতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারি না যে, ইঞ্জিলে এর এক দশমাংশও তাগিদ থাকবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সমান আখ্যা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা হাজ্জ: ৩১) অর্থাৎ, প্রতিমার অপবিত্রতা এবং মিথ্যার নোংরামি হতে দূরে থাক। অপর একস্থানে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচার ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর, এরফলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হলেও অথবা তোমাদের পিতামাতা এবং তোমাদের নিকটাত্মীয়গণ এসব সাক্ষ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও। (সূরা নিসা: ১৩৬)

তিনি (আ.) সেই আপত্তিকারীকে সম্বোধন করে বলেন, হে খোদাবিমুখ! একটু ইঞ্জিল খোলো আর আমাদের বল, সত্য বলার জন্য এরূপ তাগিদপূর্ণ নির্দেশ ইঞ্জিলের কোথায় আছে?

এরপর ফতেহ্ মসীহ্ নামের সেই খ্রিষ্টানকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) পুনরায় লিখেন, মহানবী (সা.) তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন–সত্য কথা হলো আপনার অজ্ঞতার কারণে আপনি এই ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। আসল কথা হলো, কোন হাদীসে মিথ্যা বলার মোটেই অনুমতি নেই, বরং হাদীসে যে শব্দ রয়েছে তা হলো, 'ইন কুতিলতা ওয়া উহরিকতা' অর্থাৎ, যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় এবং পুড়িয়েও ফেলা হয় তবুও সত্যকে পরিত্যাগ করো না। অতএব যেখানে কুরআন বলে যে, তোমাদের প্রাণ চলে গেলেও তোমরা ন্যায়বিচার ও সত্যকে পরিত্যাগ করো না এবং হাদীস বলে যে, যদি তোমাদের পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হত্যাও করা হয় তবুও তোমরা সত্য বল, তাই যদি এমন কোন হাদীস থাকে যা কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের বিরোধী তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আমরা সেই হাদীসকেই গ্রহণ করি যা সহীহ্ হাদীস এবং পবিত্র কুরআনের বিরোধী নয়। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, কোন কোন হাদীসে 'তওরিয়া'-র বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন প্রজ্ঞার অধীনে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা, আর এরই প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য এটিকে মিথ্যার নাম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখন কোন দ্ব্যর্থবোধক কথা হয়, সেটিকেই বিরোধীরা বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য মিথ্যার নাম দেয়। তিনি বলেন, আর এক অজ্ঞ ও আহাম্মক যখন কোন হাদীসে এমন শব্দ 'তাসামুহ্' (অর্থাৎ সহজ করার উদ্দেশ্যে) লিখিত দেখতে পায়, অর্থাৎ কাউকে বোঝানোর জন্য বিষয়কে সহজ করার উদ্দেশ্যে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন সেটিকে হয়ত অক্ষরিক অর্থেই মিথ্যাই মনে করে বসবে। কেননা সে সেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনবহিত যে, আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা বলা ইসলামে নোংরা ও হারাম বা নিষিদ্ধ এবং শিরক এর সমান। কিন্তু 'তওরিয়া', যা আসলে মিথ্যা নয়, যদিও মিথ্যার আদলেই অপারগতার সময় জনসাধারণের জন্য হাদীস থেকে এর বৈধতা দেখা যায়, কিন্তু তারপরও লেখা আছে যে, তারাই উত্তম যারা 'তওরিয়া'-কেও এড়িয়ে চলে। আর ইসলামী পরিভাষায় 'তওরিয়া'-র অর্থ হলো ফিতনা বা অশান্তির ভয়ে একটি কথাকে গোপন করার জন্য,অথবা অন্য কোন প্রজ্ঞার অধীনে একটি গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এমন সব উদাহরণ উপস্থাপন করা এবং এমন ভঙ্গিতে সেটিকে বর্ণনা করা যেন বুদ্ধিমান সেটিকে বুঝতে পারে কিন্তু অজ্ঞ তা বুঝতে না পারে এবং তার চিন্তা ভিন্ন খাতে পরিচালিত হয়, যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। আর প্রণিধানে বোঝা যাবে যে, বক্তা যা কিছু বলেছে তা মিথ্যা নয় বরং খাঁটি সত্য; আর তাতে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ থাকবে না আর হৃদয় এক বিন্দুও মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। যেমনটি, কোন কোন হাদীসে দু'জন মুসলমানের মাঝে আপোষ করানোর জন্য অথবা নিজের স্ত্রীকে কোন অশান্তি ও দাম্পত্য কলহ এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে রাখার জন্য কিংবা যুদ্ধে নিজেদের উদ্দেশ্য শত্রুদের কাছে গোপন রাখার জন্য এবং শত্রুর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মানসে 'তওরিয়া'-র বৈধতা পাওয়া যায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও অন্য আরো বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো থেকে জানা যায় যে, 'তওরিয়া' উন্নত মানের তাকওয়ার পরিপন্থী । পরিস্কার সত্য সর্বাবস্থায় উত্তম, এর কারণে হত্যা করা হলেও এবং আগুনে পোড়ানো হলেও।

এরপর তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যতদূর সম্ভব এটি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যেন কথার মর্মার্থ তার বাহ্যিক রূপেও মিথ্যার সদৃশ না হয়। অতঃপর তিনি বলেন, যখন আমি দেখি যে, নবীদের সর্দার

মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে একাকী অবস্থায় নগ্নতরবারির সামনে বলছিলেন যে, আমি মুহাম্মদ, আমি আল্লাহ্‌র নবী, আমি আব্দুল মুত্তলিবের সন্তান।

এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যখন পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল এর টীকায় লেখা হয়েছে যে এটি ভুলবশত লেখা হয়েছে। এটি হুনায়েন-এর যুদ্ধের ঘটনা, উহুদের যুদ্ধের নয়। অথচ এখন আমাদের রিসার্চ সেল-ই সীরাতুল হালাবিয়া-র রেফারেন্স বের করে আমার কাছে পাঠিয়েছে যাতে লেখা আছে যে, এই শব্দ মহানবী (সা.) হুনায়েন এবং উহুদ উভয় যুদ্ধে-ই ব্যবহার করেছেন। তাই নাযারত ইশায়াতের ভবিষ্যতে এই টীকা বের করে দেওয়া উচিত হবে। অধিকাংশ সময় আমি দেখেছি যে, কখনো কখনো তড়িঘড়ি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (ব্যবহৃত) শব্দের অর্থ করার জন্য বা সহজসাধ্যতা সৃষ্টির জন্য টীকায় লিখে দেওয়া হয় যে, এটি ভুল ছিল বা ভুল হয়ে গেছে, অথচ অনেক গবেষণা করা প্রয়োজন এবং মনোযোগের প্রয়োজন। যাহোক এখন আমার সামনে এই উদ্ধৃতি এসে গেছে এবং এতে খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, উক্ত শব্দ হুনায়েন এবং উহুদ উভয় ক্ষেত্রেই মহানবী (সা.) ব্যবহার করেছেন। যাহোক এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল।

এরপর তিনি বলেন, যদি কোন হাদীসে তওরিয়াকে 'তাসামুহ্' হিসেবে (অর্থাৎ সহজ করার উদ্দেশ্যে) 'কিয্‌ব' (বা মিথ্যা) শব্দের মাধ্যমেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোন শব্দকে সহজ করার জন্য বা বুঝানোর উদ্দেশ্যে যদি কোথাও 'কিয্‌ব' বা মিথ্যা শব্দও লেখা হয়ে থাকে, এটিকে আক্ষরিক মিথ্যা হিসেবে গণ্য করা চরম অজ্ঞতা। কেননা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সর্বসম্মতভাবে প্রকৃত মিথ্যাকে হারাম ও অপবিত্র আখ্যা দেয় এবং উন্নতমানের হাদীস সমূহ 'তওরিয়া'-র বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। সুতরাং যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, কোন হাদীসে 'তওরিয়া' শব্দের স্থলে 'কিয্‌ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এর অর্থ নাঊযুবিল্লাহ্ আক্ষরিক বা প্রকৃত মিথ্যা কীভাবে হতে পারে! বরং এটি এর বর্ণনাকারীর খুবই সূক্ষ্ম তাকওয়ার পরিচায়ক হবে যিনি 'তওরিয়া'-কে কিয্‌ব বা মিথ্যার ধরণ জ্ঞান করে বিষয়কে সহজসাধ্য করার জন্য 'কিয্‌ব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমাদের কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করা প্রয়োজন। যদি কোন বিষয় এর বিরোধী হয় তাহলে আমরা এর এমন অর্থ মোটেও গ্রহণ করবো না যা এগুলোর স্পষ্ট পরিপন্থী।

এরপর তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন মিথ্যাবাদীদের অভিসম্পাত করেছে এবং আরো বলেছে যে, মিথ্যাবাদীরা শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গ, তারা বে-ঈমান হয়ে থাকে এবং মিথ্যাবাদীর প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়। শুধু একথাই বলে নি যে, মিথ্যা বলো না বরং বলেছে যে, তোমরা মিথ্যাবাদীদের সঙ্গও পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে নিজের বন্ধু বানিয়ো না, খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। অন্যত্র কুরআন বলে, যখন তুমি কোন কথা বল তখন তোমার কথা যেন শুধু পূর্ণ সত্য হয়, হাসি-ঠাট্টার ছলেও যেন তাতে কোনরূপ মিথ্যার মিশ্রণ না থাকে।

(নুরুল কুরআন, সংখ্যা-২, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-৯, পৃ: ৪০২-৪০৮)

(সীরাতুল হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০)

যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল এর মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার অবশিষ্ট জীবনী সম্পর্কে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বনু নযীর যখন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর জাঁতাকলের অংশ ফেলে হত্যা করার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবগত করে দিয়েছিলেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্রুত স্বস্থান থেকে উঠে পড়েন, যেন তিনি কোন জরুরী প্রয়োজনে উঠেছেন এবং তিনি (সা.) মদিনায় চলে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর চলে যাওয়ার পর তাঁর (সা.) সাহাবীরাও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর (সা.) পিছু পিছু মদিনায় চলে আসেন। সাহাবীরা যখন মদিনা পৌঁছেন তখন তারা জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে পাঠিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি উঠে চলে আসলেন আর আমরা জানতেও পারলাম না! তিনি (সা.) বলেন, ইহুদিরা আমার সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (সে সম্পর্কে) অবগত করলে আমি সেখান থেকে উঠে চলে আসি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔(المائدہ:11)

(সূরা মায়েদা: ১২)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর যা সে সময় প্রদত্ত হয়েছিল যখন এক গোত্র তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল। সেসময় তিনি তোমাদের থেকে সেই জাতি বা গোত্রের হাতকে বিরত রেখেছেন। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা উচিত।

যাহোক, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে মহানবী (সা.) ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করেন। এসংক্রান্ত ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, বনু নযীরের ইহুদিদের কাছে গিয়ে তাদের বল যে, আমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তোমাদের কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা আমার এই শহর ছেড়ে চলে যাও। তিনি ইহুদিদের কাছে যান। তারা যেহেতু ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে নি, তা ভঙ্গ করেছিল, তাই তাদের শাস্তি ছিল, তারা যেন শহর থেকে চলে যায়। তিনি (রা.) ইহুদিদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে তোমাদের কাছে একটি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি এটি ততক্ষণ বলবো না যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই যার কথা তোমরা তোমাদের বৈঠকগুলোতে আলোচনা করতে। একটি পুরোনো কথার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ বিষয়টি আমি তোমাদেরকে স্মরণ করাতে চাই। ইহুদিরা জিজ্ঞেস করে, সেটি কোন্ বিষয়? হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে সেই তওরাতের কসম দিচ্ছি যা আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা(সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে এসেছিলাম আর তোমরা তোমাদের সামনে তওরাত খুলে রেখেছিলে? তোমরা আমাকে সেই বৈঠকে বলেছিলে, হে ইবনে মাসলামা! তুমি যদি চাও যে, আমরা তোমাকে খাবার খাওয়াই তাহলে আমরা তোমাকে খাবার দিচ্ছি। তুমি যদি চাও যে, আমরা তোমাকে ইহুদি বানাই, তাহলে আমরা তোমাকে ইহুদি বানিয়ে দিচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমি তখন বলেছিলাম আমাকে খাবার খাওয়াও কিন্তু আমাকে ইহুদি বানিও না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো ইহুদি হব না। পরের ঘটনা হলো, তোমরা আমাকে একটি তস্তরিতে খাবার দিয়েছিলে আর আমাকে বলেছিলে, তুমি এই ধর্ম কেবল এজন্য গ্রহণ করছ না যে, এটি ইহুদিদের ধর্ম। অর্থাৎ ইহুদিরা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে বলেছে যে, তুমি এটি ইহুদিদের ধর্ম হওয়ার কারণে তা গ্রহণ করছ না। এক কথায় তুমি সেই একত্ববাদী ধর্ম গ্রহণ করতে চাও যে সম্পর্কে তুমি শুনে রেখেছ, কিন্তু আবু আমের রাহাব সেটির সত্যায়নস্থল নয়। অর্থাৎ তারা শুনেছে যে, নবী আসবেন, কিন্তু আবু আমের রাহাব এর ক্ষেত্রে এটি প্রজোয্য নয়। এরপর তারা বলে, এখন তোমাদের কাছে সেই সত্তা আসবেন, যিনি মৃদু হাসেন, যিনি যুদ্ধ করবেন, তাঁর চোখ রক্তিম বর্ণ, তিনি ইয়ামেনের দিক থেকে আসবেন, তিনি উটে আরহণ করবেন, তিনি চাদর জড়াবেন, তিনি স্বল্পে তুষ্ট হবেন, তাঁর তরবারি তাঁর কাধে থাকবে, তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলবেন, যেন তিনি তোমাদের আত্মীয় বা জ্ঞাতিভাই। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এই নগরীতে এখন ছিনতাই হবে ও হত্যা হবে এবং লাশ বিকৃত করা হবে। অর্থাৎ তিনি এসব কথা তাদেরকে স্মরণ করান যে, তোমরা এগুলো বলতে। এ কথা শুনে ইহুদিরা বলে, আমরা এমনই বলতাম, কিন্তু ইনি সেই নবী নন অর্থাৎ মহানবী (সা.) সেই নবী নন। তখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমি আমার বার্তা পৌঁছানোর সেই দায়িত্ব পালন করেছি যা আমি তোমাদেরকে স্মরণ করাতে চাচ্ছিলাম। এরপর তিনি পরবর্তী কথা শুরু করেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে পাঠিয়েছেন আর তিনি (সা.) বলেছেন, তোমরা সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছ যা আমি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছিলাম, কেননা তোমরা আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছ। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ইহুদিদেরকে তাদের সেই ইচ্ছার কথা অবগত করেন যা তারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে পোষণ করেছিল আর আমর বিন জাহাস তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করার জন্য যে ছাদে উঠেছিল এটিও (তাদের স্মরণ করান)। একথা শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায় আর একটি কথাও বলতে পারে নি। এরপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাদেরকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার এই শহর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে ১০ দিনের সুযোগ দিচ্ছি, এরপর যাকেই এখানে দেখা যাবে আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। তখন ইহুদিরা বলে, হে ইবনে মাসলামা! আমরা তো ভাবতেও পারতাম না যে, অওস গোত্রের কোন ব্যক্তি এই বার্তা নিয়ে আসবে! হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, এখন হৃদয় বদলে গেছে। ইহুদিরা কয়েকদিন পর্যন্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে, তাদের বাহন যু-জাদর নামক স্থানে ছিল, সেগুলো আনা হয়। যু-জাদর হলো মদিনা থেকে কুবার অভিমুখে

৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি চারণভূমি। সেখানে তারা তাদের পশু চরাত আর সেখানেই তাদের বাহনগুলো ছিল, সেখান থেকে সেগুলো আনা হয়। তারা বনু আশজা গোত্রের উট ভাড়া নেয় এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। এটি ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭-৩২০)

ইহুদিদের আচরণ কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে বনু কুরায়যার বিশ্বাস ঘাতকতার ঘটনা সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যদিও এটি হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-এর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এখানেও এটি বর্ণনা করা প্রয়োজন। তিনি (রা.) লিখেন,

"বনু কুরায়যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হওয়ার সময় এসে গেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এমন ছিল না যা উপেক্ষা করা যেত। মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরতেই নিজ সাহাবীদের বলেন যে, ঘরে বসে আরাম করো না বরং সন্ধ্যার পূর্বেই বনু কুরায়যার দুর্গে পৌঁছে যাও। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বনু কুরায়যার কাছে প্রেরণ করেন জিজ্ঞেস করার জন্য যে তারা চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল? বনু কুরায়যা লজ্জিত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা কোন অজুহাত দাঁড় করানের পরিবর্তে হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথিদেরকে অন্যায়ভাবে বলতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর নবীপরিবারের নারীদের গালিগালাজ করতে থাকে। আর বলে, আমরা জানি না যে, মুহাম্মদ (সা.) কে? তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই। হযরত আলী (রা.) তাদের এই উত্তর নিয়ে ফির আসছিলেন ততক্ষণে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে ইহুদিদের দুর্গ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। যেহেতু ইহুদিরা নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছিল আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী এবং কন্যাদের সম্পর্কেও বাজে কথা বলছিল, হযরত আলী (রা.) এই ধারণায় যে, এসব কথা শুনলে তাঁর (সা.) অনেক কষ্ট হবে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমরাই এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট। আপনি ফিরে চলুন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি তারা গালিগালাজ করছে আর তুমি চাইছো না যে, সেসব গালিগালাজ আমার কানে এসে পৌঁছাক। হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বিষয় এটাই। মহানবী (সা.) বলেন, তারা যদি গালিগালাজ করে তাহলে এতে কী ই বা আসে যায়। মূসা নবী তো তাদের নিজেদের লোক ছিলেন। তাঁকে তারা এর চাইতেও বেশি কষ্ট দিয়েছিল। এটি বলে তিনি (সা.) ইহুদিদের দুর্গের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু ইহুদিরা সেচ্ছায় দ্বার বন্ধ করে দুর্গাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এমনকি তাদের মহিলারাও যুদ্ধে অংশ নেয়। অতএব দুর্গের প্রাচীরের নীচে কতিপয় মুসলমান বসেছিল, তখন এক ইহুদি নারী উপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। কিন্তু কিছুদিনের অবরোধের পর ইহুদিরা এটি বুঝতে পারে যে, তারা দীর্ঘ লড়াই করতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, তিনি যেন হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রা.)-কে, যিনি তাদের বন্ধু এবং অউস গোত্রের নেতা ছিলেন, তাদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাঁর (রা.) সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবা আনসারী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। ইহুদিরা তাঁর (রা.) কাছে এই পরামর্শ চায় যে, মহানবী (সা.)-এর এই প্রস্তাব আমরা মেনে নেব কি যে, সিদ্ধান্ত আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তোমরা অস্ত্র সমর্পণ কর? আবু লুবাবা (রা.) মুখে হ্যাঁ বলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের গলায় এমনভাবে হাত ঘুরান যাতে হত্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অথচ মহানবী (সা.) সেই সময় পর্যন্ত নিজের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আবু লুবাবা মনে মনে এই কথা ভেবে যে, তাদের অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গকারী বিরোধী ইহুদীদের এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে, কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইঙ্গিতে তাদেরকে এমন একটি কথা বলেন যা পরিশেষে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। ইহুদিরা যদি মহানবী (সা.) এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে অন্যান্য ইহুদি গোত্রের ন্যায় তাদেরকে সর্বোচ্চ এই শাস্তিই দেওয়া হতো যে, তাদেরকে মদিনা থেকে দেশান্তরিত করা হতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তারা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি এবং বলে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত নই, বরং আমরা আমাদের মিত্র, অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত মানব; তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সময় ইহুদিদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ইহুদিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে, আমাদের জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুসলমানদের আচরণ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তাদের ধর্ম সত্য; আর তারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আমর বিন সু'দি নামক এক ব্যক্তি, যে সেই জাতির নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিল, নিজ জাতিকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, চুক্তি ভঙ্গ করেছ– এখন হয় মুসলমান হয়ে যাও, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। এতে ইহুদিরা বলে, আমরা মুসলমানও হব না, আর জিযিয়াও দেব না। তাদের অধিকাংশের মত এটাই ছিল যে, এর চাইতে মৃত্যু ভালো। তখন সেই ব্যক্তি তাদের বলে, আমি তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হচ্ছি আর একথা বলে সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্থান করে। তার দুর্গ থেকে বের হওয়ার সময় একদল মুসলমান, যাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা যখন তাকে দেখতে পান এবং জিজ্ঞেস করেন যে, সে কে। সে উত্তর দেয় যে, আমি অমুক। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, 'আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনি ইকালাতা আসারাতিল কিরাম' অর্থাৎ আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন যে হে আল্লাহ্! আমাকে ভদ্রলোকদের ভুলত্রুটি গোপন রাখার মতো পুণ্যকর্ম থেকে কখনো বঞ্চিত করো না। অর্থাৎ যেহেতু এই ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য এবং তার জাতির কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, তাই আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব হলো তাকে ক্ষমা করা; তাই আমি তাকে গ্রেপ্তার করি নি এবং যেতে দিয়েছি। খোদা তা'লা আমাকে সর্বদা এমনসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দান করুন। যখন মহানবী (সা.) এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে এর জন্য তিরস্কার করেন নি এবং তাকে কিছু বলেন নি যে, কেন তিনি সেই ইহুদিকে ছেড়ে দিলেন; বরং তার এই কাজকে উৎসাহিত করেন, কাজের প্রশংসা করেন।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮২-২৮৪)

সুতরাং মুসলমানগণ মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে সবসময় ন্যায়পরায়ণতার আচরণ করেছেন। খায়বারবাসীদের দুষ্কর্ম এবং একারণে আবু রাফে' ইহুদির যে হত্যার ঘটনা ঘটে তা হলো, তখন তাকে হত্যার জন্য সাহাবীদের যে দলটিকে প্রেরণ করা হয়েছিল- তাতেও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হত্যা এক ব্যক্তিই করেছিলেন; কিন্তু যে দলটি সেখানে গিয়েছিল, তিনি তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে,

যেসব ইহুদি নেতৃবর্গের অরাজকতা ও উস্কানিমূলক আচরণের ফলে ৫ম হিজরী সনের শেষদিকে মুসলমানদের উপর আহযাবের যুদ্ধের ভয়ংকর পরীক্ষা আপতিত হয়েছিল, তাদের মাঝে হুয়িই বিন আখতাব তো বনু কুরায়যার সাথে স্বীয় পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সাল্লাম বিন আবুল হুকায়েক, যার ডাকনাম ছিল আবু রাফে', সে তখনও খায়বার অঞ্চলে আগের মতোই স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল এবং নৈরাজ্য ছড়ানোর কাজে রত ছিল। বরং আহযাবের লজ্জাকর পরাজয় এবং এরপর বনু কুরায়যার ভয়াবহ পরিণতি তার শত্রুতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর যেহেতু গাতফান গোত্রগুলোর আবাসস্থল খায়বারের নিকটবর্তী ছিল এবং খায়বারের ইহুদিরা ও নাজ্‌দ অঞ্চলের গোত্রগুলো পরস্পর প্রতিবেশীর মতো ছিল, তাই এখন আবু রাফে', যে একজন খুব বড় ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল, সে নাজ্‌দের বর্বর ও যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি শত্রুতায় সে কা'ব বিন আশরাফের অবিকল প্রতিমূর্তি ছিল। সুতরাং আমরা যেই সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে সে গাতফানীদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, শা'বান মাসে বনু সা'দের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা প্রতিরোধের জন্য মদিনা থেকে হযরত আলীর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল– তার নেপথ্যেও খায়বারের ইহুদিদেরই হাত ছিল, যারা আবু রাফে'-র নেতৃত্বে এসব অপকর্ম করে চলেছিল। কিন্তু আবু রাফে' এতেই ক্ষান্ত হয় নি। তার শত্রুতার আগুন মুসলমানদের রক্তের জন্য তৃষিত ছিল এবং মহানবী (সা.) এর সত্তা তার চোখে কাঁটার মতো বিঁধতো। অতএব পরিশেষে সে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যে, পুনরায় আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতির আদলে নাজ্‌দ-এর গাতফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর সফর করা আরম্ভ করে এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে একটি বিরাট সেনাবাহিনীর রূপে একত্রিত করা আরম্ভ করে। যখন পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করে এবং মুসলমানদের চোখের সামনে পুনরায় সেই আহযাবের মতো দৃশ্য ভাসতে থাকে থাকে তখন খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন আনসারী সাহাবী মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, এখন কোনভাবে এ ফিতনার মূল হোতা আবু রাফে'-র পরিসমাপ্তি

ঘটানো ছাড়া এই নৈরাজ্যের আর কোন চিকিৎসা নেই। মহানবী (সা.) এ কথা চিন্তা করে সেই সাহাবীদের অনুমতি প্রদান করেন যে, দেশে ব্যপক রক্তারক্তি হওয়ার পরিবর্তে একজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং দুষ্কৃতির নিহত হওয়া অনেক উত্তম। তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারীর নেতৃত্বে চারজন খাযরাজি সাহাবীকে আবু রাফে'-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু যাত্রার প্রক্কালে তিনি (সা.) তাদেরকে এই নসীহত করেন যে, দেখো! কোন অবস্থাতেই কোন নারী অথবা শিশুকে হত্যা করবে না। অতএব ষষ্ঠ হিজরী সনের রমজান মাসে এ দলটি যাত্রা করে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে ফেরত আসে। আর এভাবে এ বিপদের মেঘমালা মদিনার আকাশ থেকে সরে যায়। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নিজের সাহাবীদের একটি দলকে আবু রাফে' ইহুদির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাদের ওপর আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারীকে নেতা নিযুক্ত করেন। আবু রাফে'-র ঘটনা হলো, সে মহানবী (সা.)-কে অনেক কষ্ট দিত ও তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে লোকজনকে প্ররোচিত করত এবং তাদের সাহায্য করত। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক এবং তাঁর সাথিরা যখন আবু রাফে'-র দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে আর সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক তাঁর সঙ্গীদেরকে পেছনে রেখে নিজে দুর্গের (প্রধান) ফটকের কাছে গিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে এমনভাবে বসে পড়েন যেন কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বসে আছে। দ্বাররক্ষী যখন দুর্গের ফটক বন্ধ করার জন্য আসে তখন সে আব্দুল্লাহ্কে দেখে বলে, হে ব্যক্তি! আমি দুর্গের ফটক বন্ধ করতে যাচ্ছি। তুমি ভিতরে আসতে চাইলে দ্রুত চলে আস। আব্দুল্লাহ্ গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থাতেই দ্রুত ফটকের ভিতরে ঢুকে এক দিকে লুকিয়ে পড়েন আর দ্বাররক্ষী ফটক বন্ধ করে চাবি নিকটস্থ একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে চলে যায়।

এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন আতিকের নিজের বর্ণনা হলো, আমি আমার স্থান থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথমে দুর্গের ফটকের তালা খুলে দিলাম যেন প্রয়োজনে দ্রুত এবং সহজেই বের হওয়া যায়। আবু রাফে' তখন একটি বৈঠকখানায় ছিল; তার আশেপাশে বহু লোক সমবেত ছিল এবং পরস্পর গল্প-গুজব করছিল। যখন এরা সবাই চলে যায় আর নীরবতা ছেয়ে যায় তখন আমি আবু রাফে'র বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলাম। সতর্কতা হিসেবে যে দরজা আমার সামনে আসতো তা অতিক্রম করে সেটি আমি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। অবশেষে আমি যখন আবু রাফে'র ঘরে পৌঁছি তখন সে প্রদীপ নিভিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর কক্ষটি ছিল পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি আবু রাফে'কে আহ্বান করি, যার উত্তরে সে বললো, কে? ব্যস, তারপর আমি সেই শব্দের উৎস অনুমান করে তার ওপর হামলে পড়ি এবং তরবারি দিয়ে সজোরেএকটি আঘাত করি; কিন্তু তখন নিকষ কালো অন্ধকার ছিল আর আমি খুব বিচলিত ছিলাম; তাই তরবারির আঘাত লক্ষ্যচ্যুত হয় এবং আবু রাফে' চিৎকার করে উঠে। তাই আমি সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাই। খানিকক্ষণ পরে আমি পুনরায় সেই কক্ষে গিয়ে আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করি, আবু রাফে'! এই চিৎকার কেথেকে? সে আমার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর চিনতে পারে নি এবং বলে, তোমার মন্দ হোক, এক্ষুনি কোন ব্যক্তি আমার উপর তরবারির আঘাত হেনেছে। আমি এ আওয়াজ শুনে পুনরায় তার ওপর হামলা করি আর তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করি। এবার আঘাত যথাযথ স্থানে লাগে কিন্তু তবুও সে মরে নি, তাই আমি তার ওপর তৃতীয় আরেকটি আঘাত করে তাকে হত্যা করি।

এরপর আমি দ্রুততার সাথে একের পর এক দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম তখন কয়েক ধাপ বাকি ছিল আর আমি ভাবলাম, সব ধাপ পেরিয়ে এসেছি। যার ফলে শেষ পর্যায়ে এসে আমি অন্ধকারে পড়ে যাই এবং আমার পায়ের গোছা ভেঙে যায়। আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, পায়ের গোছার জোড়া ছুটে যায়, কিন্তু আমি সেটিকে আমার পাগড়ী দিয়ে বেঁধে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাইরে বেরিয়ে যাই। তথাপি আমি মনে মনে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আবু রাফে'-র মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত না হব আমি এখান থেকে যাব না। সুতরাং আমি দুর্গের কাছেই একটি স্থানে লুকিয়ে বসে পড়ি। যখন সকাল হয় তখন দুর্গের ভেতর থেকে কারো আওয়াজ আমার কানে ভেসে আসে যে, হেজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফে' মারা গেছে।

এরপর আমি উঠি এবং ধীরে ধীরে গিয়ে আমার সাথীদের সাথে মিলিত হই। অতঃপর আমরা মদিনায় এসে মহানবী (সা.)-কে আবু রাফে'-র মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করি। তিনি (সা.) পুরো ঘটনা শুনে আমাকে বলেন, তোমার পা সামনে আন। আমি আমার পা সামনে নিয়ে আসি। তিনি (সা.) দোয়া করে স্বীয় পবিত্র হাত সেটির উপর বুলালেন। এরপর আমি এমন অনুভব করলাম যেন আমি কখনো কোন আঘাতই পাইনি।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আবু রাফে'-র উপর আক্রমণ করেন, তখন তার স্ত্রী উচ্চস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে যাতে আমি চিন্তিত হলাম যে, তার চিৎকার ও চেঁচামেচি শুনে কোথাও অন্যরা সজাগ না হয়ে যায়। এজন্য আমি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তরবারি উঠাই। কিন্তু এরপর এটি স্বরণ করে যে, মহানবী (সা.) নারীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, আমি সেই ইচ্ছা ত্যাগ করি।

সিরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা হয়েছে যে, আবু রাফে'-র হত্যার বৈধতার বিষয়ে এখানে আমাদের কোন বির্তকে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আবু রাফে'-র রক্তপিপাসু কর্মকাণ্ড ইতিহাসের একটি উন্মুক্ত পাতা। আর এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ঘটনায় অর্থাৎ কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সে সময়ে মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় চতুর্দিক থেকে বিপদকবলিত ছিল। পুরো দেশ মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছিল। এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আবু রাফে' আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিল আর , আহযাবের যুদ্ধের ন্যায় আরবের বর্বর গোত্রগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় মদিনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি এটি সারাংশ বর্ণনা করছি, পুরো ইতিহাস বলছি না যে, কেন তাকে হত্যা করা বৈধ ছিল। আরবে সে সময়ে কোন সরকার ছিল না, যার মাধ্যমে ন্যায় বিচার চাওয়া যেত। বরং প্রত্যেক গোত্র নিজ স্থানে স্বাধীন ও স্বার্বভোম ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য নিজে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭২১-৭২৪)

পূর্ববর্তী খুতবায় এর বিস্তারিত বিবরণ তু লে ধরা হয়েছে যে তখন কোন সরকার ছিল না; আর যে সরকার ছিল তা ছিল মহানবী (সা.) এর নিজের সরকার। যাহোক এমন পরিস্থিতিতে সাহাবীরা যা কিছু করেছেন সেটা সম্পূর্ণ সঠিক এবং যথোপযুক্ত ছিল। আর যুদ্ধের সময় যখন একটি জাতি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে তখন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা পুরোপুরি বৈধ মনে করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) নিজের খিলাফতকালে জুহায়না গোত্রের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। যখনই কোন গভর্ণর বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে খিলাফতের দরবারে কোন অভিযোগ আসত, হযরত উমর (রা.) তদন্তের জন্য তাকে প্রেরণ করতেন। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.)ও তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন, তাই সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্যও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকেই পাঠানো হতো। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে বিভিন্ন এলাকার কঠিন বিষয়াদির সমাধানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কুফা-য় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন যার তদন্ত করার জন্য তিনি হযরত উমরের প্রতিনিধি ছিলেন। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত কিছুটা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) যখন অবগত হন যে, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন আর এতে একটি দরজা রেখেছেন, যার ফলে শব্দ শোনা যায় না। সুতরাং তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে প্রেরণ করেন, আর হযরত উমর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকেই সে কাজের জন্য প্রেরণ করতেন। হযরত উমর তাকে বলেন, সা'দ এর কাছে পৌঁছে তার দরজা জ্বালিয়ে দিবে, সুতরাং তিনি কুফা-য় পৌঁছেন আর সেই দরজার কাছে গিয়ে চকমকি পাথর দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে সেই দরজাকে পুড়িয়ে দেন। হযরত সা'দ যখন জানতে পারেন তখন তিনি বাইরে বের হয়ে আসলে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা এটি কেন জ্বালানো হলো সেসংক্রান্ত পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮)

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করেন আর কাঠের তরবারি বানিয়ে নেন। তিনি বলতেন, আমাকে মহানবী (সা.) এই আদেশই দিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে একটি তরবারি উপহার দেন আর বলেন এর মাধ্যমে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করবে যতক্ষণ তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর যখন তুমি মুসলমানদের দেখবে যে,তারা একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেছে তখন তুমি এটি অর্থাৎ এই তরবারি দিয়ে কোন পাথরে আঘাত করবে যেন এটি ভেঙে যায়। অতঃপর

নিজের ঘরে বসে পড়বে যতক্ষণ না তোমার কাছে কোন অপরাধীর হাত পৌঁছে বা তোমার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি এমনটিই করেন। তিনি ফিতনা থেকে দূরে থাকেন আর জামাল ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন নি।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৯) (আল আসাবা,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯)

যুবায়ের বিন হোসেন সা'লাবী বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত হুযায়ফার কাছে বসেছিলাম, তিনি আমাদের বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি নৈরাজ্য যার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আমরা বললাম, তিনি কে? হযরত হুযায়ফা বলেন,তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী। এরপর যখন হযরত হুযায়ফা মৃত্যু বরণ করেন এবং ফিতনা প্রকাশ পেতে থাকে তখন আমি সে সকল লোকের সাথে বের হই যারা মদিনা থেকে বের হচ্ছিলেন, তারপর আমি একটি ঝরণার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ছিল। সেখানে আমি জীর্ণ ও ভাঙা একটি তাঁবু দেখতে পাই যা একদিকে হেলে পড়েছিল এবং বাতাসের ঝাপটা কবলিত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই তাঁবু কার? মানুষজন বলে, এটি মুহাম্মদ বিন মাসলামার তাঁবু। আমি তার কাছে এসে দেখি যে, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমি তাকে বলি, আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করুন। আমি জানি, আপনি মুসলমানদের সর্বোত্তম লোকেদের একজন। আপনি নিজের শহর এবং ঘর ও পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশী পরিত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এসব কিছু মন্দের প্রতি ঘৃণার কারণে পরিত্যাগ করেছি।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৯)

তাঁর মৃত্যু কখন হয়েছে– সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী ৪৩, ৪৬ বা ৪৭ হিজরী সনে মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৭৭ বছর। তার জানাযার নামায মারওয়ান বিন হাকাম পড়িয়েছেন যিনি সে সময় মদিনার আমীর ছিলেন। কতক বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ তাকে শহীদ করেছিল।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৭) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩)

তার স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ হলো।

নামাযের পর আমি একটি হাযের জানাযা পড়াব, যা সদর দ্বীন সাহেবের পুত্র জনাব তাজ দ্বীন সাহেবের জানাযা। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।** মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি উগান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন। ১৯৮৪ সালে যখন ইসলামাবাদের ভূমি ক্রয় করা হয় তখন মরহুম ইসলামাবাদের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে নিজের সেবা উপস্থাপন করেন। এরপর ২২ বছর পর্যন্ত ইসলামাবাদে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিঃস্বার্থ সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম জলসার আয়োজন থেকে নিয়ে শেষ জলসা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদেরকে সম্ভাব্য সকল সুবিধা পৌছানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। সর্বপ্রকার টেকনিক্যাল কাজ করতে পারতেন। এ কারণে তিনি ইসলামাবাদে দিন রাত সব ধরনের কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, যার মধ্যে ইলেকট্রিক, প্লাম্বিং, সেনেটারী এবং কাঠের কাজও অন্তর্ভুক্ত। মরহুম রোযা ও নামাযে প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ধার্মিক, উত্তম স্বভাব সম্পন্ন এবং আনুগত্যকারী ছিলেন। অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার পৌত্র মুদাব্বের দ্বীন সাহেব জামাতের মুরব্বি , যিনি যুক্তরাজ্য থেকে জামেয়া পাশ করেছেন এবং বর্তমানে এম.টি.এ-তে কাজ করছেন। তিনি লিখেন, অধিকাংশ মানুষ যারা ইসলামাবাদে থাকতেন, তারা বলেন যে, তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। আমার দাদা বলতেন যে, যখন তিনি ইসলামাবাদ এসেছিলেন তখন একেবারেই একা থাকতেন। প্রথম দিকে বিদ্যুৎও ছিল না আর হিটিং ও ছিল না। অনেক কঠিন সময় ছিল। কিন্তু তিনি এজন্য আনন্দিত হতেন যে, তিনি জামা'ত এবং যুগ খলীফার জন্য ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ পাচ্ছেন। সময়মতো নামায পড়া, নিজ হাতে কাজ করা, অতিথি আপ্যায়ন ও ধৈর্য্য তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণাবলী ছিল। আরো অনেকেই তার এসব গুণের কথা লিখেছেন। মুজিব শিয়ালকোটি সাহেবও বলেন যে, এখানে ইসলামাবাদে তিনি (অর্থাৎ মরহুম) একটি ওয়ার্কশপ বানিয়েছিলেন। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সুদক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে ইসলামাবাদের প্রত্যেকটি ব্যারাককে তিনি পর্যায়ক্রমে আবাদ করেছেন এবং বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। নিজের টীম বা দল গড়ে তুলার বৈশিষ্ট্য ছিল তার মাঝে। শীত অথবা গ্রীষ্ম, সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। যেহেতু জিনিসপত্র পুরোনো ছিল, সবকিছু ঠিকঠাক করা ও নতুনভাবে কাজের উপযোগী করে তোলা অনেক বড় একটি দায়িত্ব ছিল যা তিনি আন্তরিক পরিশ্রমের সাথে সম্পন্ন করেন। এতৎসত্ত্বেও সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন আর এটিই বলতেন যে, আমার জন্য কেবল দোয়া কোরো। তিনি ইসলামাবাদে ছোট একটি কক্ষেই দিনরাত পড়ে থাকতেন। কখনোই স্ত্রী-সন্তানের কথা ভাবেন নি যারা লন্ডনে বাস করে। কখনো কখনো তাদের কাছে আসতেন।

আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার সন্তানদের ও বংশধরদেরও তার মতো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী করুন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদান করুন।

****

M.Sc. Physics+ B.Ed. শিক্ষক চাই

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর অধীনে নাযারত তালিম একটি শূন্যপদে নিয়োগোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। নিম্নোলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

১) ইউজিসি অনুমোদিত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড, এম.এস.সি ফিজিক্স-এ পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

২) কোন উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে অন্ততপক্ষে দুই বছর পদার্থবিদ্যায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩) প্রত্যাশীর বয়স ২২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৪)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে।

৫) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে।

৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে।

৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

৭) বদর পত্রিকায় ঘোষণার দুই মাস পর পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে।

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

৯) আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

কাদিয়ান দারুল আমান-এ বাৎসরিক ইজতেমা

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

কাদিয়ান দারুল আমান-এ ভারতের অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাউল্লাহ্) বাৎসরিক জাতীয় ইজতেমার জন্য সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। ইজতেমার তারিখ গুলি হল ১৬, ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর, ২০২০। (যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার)

অঙ্গ সংগঠনগুলির সকল সদস্যদেরকে কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করা উচিত। এই ইজতেমা তরবীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তাঁর দয়ায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যার পূর্ণতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা হচ্ছিল, আল্লাহ্ তা'লা সেটি সম্পর্কে স্বীয় ইলহাম ও সংবাদের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সত্তায় পূর্ণ হয়েছে এখন ইসলামের শত্রুদের সামনে খোদা তা'লা পূর্ণ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম খোদা তা'লার সত্য ধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খোদা তা'লার সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার সত্য প্রেরিত মহাপুরুষ।

[আল মুসলেহ মওউদ (রা.)]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহুস সানী (রা)-এর সত্তায় মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া, ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলী এবং এ প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের দায়িত্বাবলী

'বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে'- এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী ও বক্তৃতামালার সংকলন 'আনওয়ারুল উলুম' অধ্যয়ন করার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২১তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আহমদীয়া জামা'তে ২০শে ফেব্রুয়ারিকে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় এবং জামা'তগুলোতে মুসলেহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষে জলসাও আয়োজিত হয়। যদিও আমি একথা পূর্বেও বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করেছি, কিন্তু নবাগত ও শিশুদের জন্য পুনরায় স্পষ্ট করছি যে, মুসলেহ্ মওউদ দিবস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র জন্মদিন উপলক্ষ্যে উদযাপন করা হয় না, বরং একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভের স্মরণে উদযাপন করা হয়। এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার এলহাম অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন, যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জন্মের তিন বছর পূর্বে করা হয়েছিল, যাতে ইসলামের সেবক এক প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ ছিল, যা শত্রুদের সামনে নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছিল। গতকাল ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ১৩৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। শতাধিক বছর ধরে এটি (এক) উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে চলে আসছে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, এ উপলক্ষ্যে জামা'তগুলোতে জলসাও হয়ে থাকে আর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত পুত্রের (জীবনের) যে সকল দিক এবং বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে, সেগুলো সম্পর্কে জলসায় কিছুটা আলোচনাও হয়ে থাকে। কিন্তু দু'এক ঘন্টার জলসায় এর সকল গূঢ়কথা এবং সেগুলোর গুরুত্ব ও পূর্ণ হওয়ার মহিমা বর্ণিত হতে পারে না। অতএব যেখানে জলসাতেই এগুলো পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা সম্ভবপর নয় সেখানে একটি খুতবায় এর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আমি ভাবলাম, সেসব গূঢ়কথা বা দিক, যা স্বয়ং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্য হতে কতক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করার এবং শোনার নিজস্ব একটি আনন্দ ও অনুভূতি হয়। যাহোক, এসব সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকেও বুঝা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপকতা কত বেশি আর কীরূপ মহিমার সাথে এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্রের ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণ হয়েছে।

যাহোক, এর পূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো সবিস্তারে তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে, বিরুদ্ধবাদীদের এ কথা বলতে গিয়ে যে, কী কী ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, বিশেষত মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে বলেন,

"সম্মানিত এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র এলহাম এবং সংবাদ অনুযায়ী প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হলো– পরম দয়ালু ও করুণাময়, সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী, স্বীয় এলহামে আমাকে সম্বোধন করেন বলেছেন, আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি করুণার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। সুতরাং আমি তোমার আকুতি-মিনতি শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা একথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর থাবা থেকে মুক্তি লাভ করে, যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে, ইসলাম ধর্মের সম্মান ও আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় সমূহ কল্যাণরাজিসহ উপস্থিত হয়, মিথ্যা এর যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, আমি সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। (অর্থাৎ খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান তা-ই করেন) আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, আমি তোমার সাথে আছি। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা যেন বিশ্বাস করে, আমি তোমার সাথে আছি] আর যারা খোদার অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করে না এবং খোদা, তাঁর ধর্ম, তাঁর কিতাব ও তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি এক মেধাবী পুত্র লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই বংশ হবে। সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে। তার নাম হবে আমানোয়েল এবং বশীরও। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে এবং সে পঙ্কিলতামুক্ত, সে আল্লাহ্‌র জ্যোতি। কল্যাণময় সে, যে ঊর্দ্ধলোক থেকে আসে। তাঁর সাথে 'ফযল' থাকবে যা তার সাথে আসবে। সে প্রতাপান্বিত, মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং নিজ নিরাময়ী সত্তা ও 'পবিত্র আত্মার' কল্যাণে অনেককে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, কেননা খোদার করুণা ও আত্মমর্যাদাবোধ তাকে স্বীয় মহিমাপূর্ণ বাণীতে সজ্জিত করে প্রেরণ করেছে। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাবান ও কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (তিনি বলেন, এর অর্থ বুঝতে পারি নি)। সোমবার, শুভ সোমবার। নয়নমনি ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র। অনাদি ও অনন্ত সত্তার বিকাশস্থল এবং সত্য ও সর্বোচ্চ সত্তার প্রকাশ, যেন আল্লাহ্ স্বয়ং ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে এসেছেন। যার আগমন অত্যন্ত কল্যাণময় এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি, যাকে খোদা নিজ সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুৎকার করব এবং খোদার ছায়া তার শিরে বিরাজমান থাকবে। সে দ্রুত বড় হবে আর বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। এরপর সে তার

আত্মার জন্য নির্ধারিত স্বর্গীয় মর্যাদায় উন্নীত হবে। এটি একটি অবধারিত বিষয়।”

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

এগুলো হলো ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দাবলী, যা প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন দিক এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে। আল্লাহ্ তা’লার কাছে নিদর্শন চাওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চিল্লা করেছিলেন আর তারই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা’লা তাঁর (আ.) প্রতি সেই এলহাম করেন, যা এখনই আমি বিস্তারিত তুলে ধরলাম। এই চিল্লা-র স্থানের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এবং যেসব দোয়া তিনি (আ.) করেছেন, সেগুলো গৃহীত হওয়ার ফলাফলস্বরূপ (প্রাপ্ত) এলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি (আ.) মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী, (যখন তিনি এই কথা বলছিলেন তখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর ৫৮ বছর হয়েছিল) যার আজ ৫৯তম বছর আরম্ভ হচ্ছে। ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই হুশিয়ারপুর শহরে, (তিনি এই খুতবা হুশিয়ারপুরে প্রদান করছিলেন) এই বাড়িতে, (তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ইঙ্গিত করেন) যা আমার আঙুলের সামনে রয়েছে, যেটিকে সেই সময় ‘তাবেলা’ বলা হতো, যার অর্থ হলো তা বসবাসের প্রকৃত স্থান ছিল না বা রীতিমত বসতবাড়ি ছিল না, বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত বাড়িগুলোর একটি ছিল, যেমনটি কিনা কখনো কখনো উপগৃহ নির্মাণ করা হয়, যাতে কদাচিৎ কোন অতিথি অবস্থান করত। অথবা সেটিকে তারা গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করত বা প্রয়োজনে গবাদি পশু বেঁধে রাখা হতো। মোটকথা একটি অতিরিক্ত স্থান ছিল বা বাইরে অতিরিক্ত একটি ঘর ছিল। তিনি বলেন, কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালোভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে, নিভৃতে নিজ প্রভুর ইবাদত এবং তাঁর সাহায্য ও নিদর্শন যাচনা করার মানসে এখানে আসেন, আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে তিনি নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করেন। চল্লিশ দিনের দোয়ার পর খোদা তা’লা তাঁকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কেবল পূর্ণই করব না আর তোমার নাম শুধু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছাব না, বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরো মহিমার সাথে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব, যে কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর ধারক ও বাহক হবে। সে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা’লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে। কৃপা এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে। ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যক ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্ তা’লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন, যতক্ষণ না সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করে।” আজ পৃথিবীর যে দেশেই আহমদীয়া জামা’ত প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই প্রতিশ্রুত পুত্রসন্তানের সুখ্যাতি বিদ্যমান।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৪৬-১৪৭)

এই বিজ্ঞপ্তি যখন প্রকাশিত হয় সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করা আরম্ভ করে যে, এটা কেমন ভবিষ্যদ্বাণী? যে কেউ ঘোষণা করতে পারে যে, আমার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এর উত্তরও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদান করেছেনএবং তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলে বিরোধীরা এ সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে আপত্তি করতে আরম্ভ করে। তখন ১৮৮৬ সনের ২২ মার্চ তিনি (আ.) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। বিরোধীদের আপত্তি ছিল, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাসই বা-কী যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে! মানুষের ঘরে কি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না? কদাচিৎই এমন কোন ব্যক্তি হবে যার ঘরে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নেয় না বা যার ঘরে শুধু কন্যা সন্তানেরই জন্ম হয়। নতুবা সচরাচর মানুষের ঘরে পুত্র সন্তান হয়েই থাকে, আর এই পুত্র সন্তানের জন্মকে কখনো কোন বিশেষ নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয় না। তাই আপনার ঘরেও যদি কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে এর মাধ্যমে এটি কীভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদা তা’লার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে? তিনি (আ.) মানুষের এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে ২২ মার্চের বিজ্ঞাপনে লিখেন, এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয়, বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন, যা মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা আমাদের সম্মানীত, দয়ালু ও স্নেহশীল নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য প্রকাশ করেছেন। এরপর একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) আরো লিখেন, খোদা তা’লার কৃপা ও অনুগ্রহে আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে খোদা তা’লা এই অধমের দোয়া গ্রহণ করে এমন এক কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আসল কথা হলো, তিনি (আ.) যদি নিজের ঘরে কেবল এক সাধারণ পুত্র হওয়ারও সংবাদ দিতেন তবুও এই সংবাদ নিজ গুণে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতো, কেননা সংখ্যা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, পৃথিবীতে মানুষের একটি অংশ নিঃসন্দেহে এমন রয়েছে যাদের ঘরে কোন সন্তানসন্ততি হয় না। দ্বিতীয়ত তিনি (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল, আর পৃথিবীতে সহস্র সহস্র এমন মানুষ বসবাস করে যাদের ঘরে পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান জন্ম নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্ম নেয়। এছাড়া এমন মানুষও আছে যাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও জন্মের কিছুদিন পরই মারা যায়। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এমন সব আশঙ্কাই বিদ্যমান ছিল। অতএব, প্রথমত কোন পুত্র সন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের জন্য সাধ্যাতীত বিষয়, কিন্তু তিনি (আ.) তর্কের খাতিরে এই আপত্তিকে মেনে নিয়ে বলেন, তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয়, শুধুমাত্র কোন পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দিলেই তা ভবিষ্যদ্বাণী বলে আখ্যায়িত হবে না, তাহলে প্রশ্ন হলো, আমি কখন নিছক এক পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়ার সংবাদ দিলাম? আমি একথা বলি নি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে, বরং আমি বলেছি, খোদা তা’লা আমার দোয়াসমূহ গ্রহণ করে এমন এক আশিসময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করবে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ৫২৯-৫৩০)

আমি যেমনটি বলেছি, আজ জগৎ সাক্ষী যে, সেই প্রতিশ্রুত পুত্র জগতের প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করেছে আর ভারতবর্ষের বা কাদিয়ানের বাইরে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রত্যেকটি মিশন তাঁর সত্যতার প্রমাণ বহন করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও অনেক মিশন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় আর সেই ব্যবস্থা-ই আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলছে।

কারো কারো এই আপত্তিও ছিল যে, মুসলেহ্ মওউদ পরবর্তী কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ একশ’ বা দুইশ’ অথবা তিনশ’ বছর পর। উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে যে, কেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিদর্শন চেয়েছিলেন এবং কেন তাঁর যুগেই এই নিদর্শন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

“কেউ কেউ বলে, মুসলেহ্ মওউদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের পরবর্তী কোন প্রজন্মে, তিন-চারশ’ বছর পর জন্ম গ্রহণ করবে। এখানেও বংশধরের কথা বলা হয়েছে। তারা বলে, তিনি পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে তিনচারশ’ বছর পর আসবেন, বর্তমান যুগে তাঁর আগমন হতে পারে না। কিন্তু তাদের কেউ খোদা তা’লাকে ভয় করে না। কমপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলোই দেখা উচিত এবং সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোন বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পণ্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল যে, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দারমানও আপত্তি করছিলযে, ইসলাম সত্য ধর্ম হয়ে থাকলে নিদর্শন দেখানো হোক। তিনি (আ.) তখন খোদা তা’লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর যা এসব নিদর্শনকামীদের ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করবে। তুমি, এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর, যা ইন্দারমান মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। তিনি বলেন, এসব আপত্তিকারীরা আমাদের বলে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আল্লাহ্ তা’লার কাছে এই দোয়া করেন, তখন খোদা তা’লা তাঁকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, আজ থেকে তিনশ’ বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে! জগতে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দিবে? এটি সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক একটি কথা। এটি এমনই একটি কথা যেমন- কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে কারো দ্বারে গিয়ে যদি বলে, ভাই! আমার খুবই তেষ্টা পেয়েছে, আল্লাহ্‌র দোহাই, আমাকে পানি পান করাও, আর ঘরের কর্তা প্রত্যুত্তরে বলে, ভাই! আপনি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

চিন্তা করবেন না, আমি আমেরিকায় চিঠি লিখেছি। সেখান থেকে এ বছরেরই শেষের দিকে উন্নত মানের (ফলের) নির্যাস বা শরবত চলে আসবে আর পরের বছরেই আপনাকে শরবত বানিয়ে পান করানো হবে। কোন বদ্ধ পাগলও এমন কথা বলতে পারে না। কোন চরম উন্মাদও খাদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন কথা আরোপ করতে পারে না। পণ্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দারমান মুরাদাবাদী এবং কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে যে, ইসলাম সম্পর্কে দাবি করা হয়, এর খোদা জগদ্বাসীকে নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা রাখেন, এটি একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি। যদি এ দাবির কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তুমি আমাকে তোমার শক্তিমত্তার এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব, উল্লিখিত সব নিদর্শন, নিদর্শন-প্রার্থীর জীবদ্দশায়, নিকটবর্তী কোন সময়েই প্রকাশিত হওয়া উচিত, আর কার্যত হয়েছেও তাই। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তাদের সবাই জীবিত ছিল, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আমার বয়স যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধিতহারে অবিরাম ধারায় প্রকাশ পেতে থাকে। "

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ২২২-২২৩)

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করত আর এ নিদর্শন দেখানোর দাবি করেছিল তাদের জীবদ্দশায়ই এ নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। এটিও অবগত হওয়া আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য কী ছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেই এসব উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া কেন আবশ্যক ছিল। এর কিছুটা এখনই আমি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছি। আর তাঁর সেই পুত্র, যে তাঁর ঔরসজাত ও নিজের সন্তান এবং সেই পুত্র যার তিনি দৈহিক পিতা ছিলেন, তার স্বপক্ষে এ নিদর্শন পূর্ণ হওয়া কেন আবশ্যক ছিল? তিনি (রা.) এসব উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন,

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সনের বিজ্ঞাপনে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার কাছে এটি প্রকাশ করেছেন যে, বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হলো যারা জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যু থেকে মুক্তি পায় আর যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা যেন বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তারা যেন জীবিত হয়। এখন যদি মনে করা হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ৪০০ বছর পর পূর্ণ হবে [তিনি (রা.) এটির আরো ব্যাখ্যা করছেন,] তাহলে এর অর্থ হবে– আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী এজন্য করেছি যে, যারা আজ জীবন প্রত্যাশী তারা নিঃসন্দেহে মৃত অবস্থায় থাকুক, ৪০০ বছর পর তাদেরকে জীবিত করা হবে। এ বাক্যটি স্পষ্টতই ভ্রান্ত এবং ভুল। তিনি (রা.) বলেন, এই চিল্লা করার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারীদের সামনে যেন খোদা তা'লার একটি জীবন্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয়। যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিদর্শনকে অস্বীকার করছে, তারা যেন এ বিষয়ের জীবন্ত ও জোরালো প্রমাণ পেয়ে যায় যে, এখনও খোদা তা'লা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে স্বীয় নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন। যেসব ইলহামী বাক্য এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাত করে তার মাঝে প্রথম হলো খোদা তা'লা এটি বলেছেন যেন জীবন প্রত্যাশীগণ মৃত্যুর থাবা থেকে মুক্তি পায় এবং যারা কবরে চাপা পড়ে আছে, বেরিয়ে আসে। এখন যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক জ্ঞান করা হয় যারা বলে যে, মুসলেহ্ মওউদ তিন-চার শত বছর পর আসবেন তাহলে এই বাক্যের ব্যাখ্যা হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্য হলো যারা আজ জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত অবস্থায়ই থাকে। ৪০০ বছর পর তাদের বংশধরদের মাঝ থেকে কোন কোন ব্যক্তিকে জীবিত করা হবে। কিন্তু কেউ কি এই বাক্যটি সঠিক বলে মেনে নিতে পারে?

দ্বিতীয়ত এই ভবিষ্যদ্বাণী এজন্য করা হয়েছিল যেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় আর আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। এই বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ হলো বর্তমানে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কাছে প্রকাশিত নয়। একইভাবে আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদাও এখন মানুষের কাছে প্রতিভাত নয়। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, খোদা তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা যেন আজ থেকে ৩০০ বছর পর বা ৪০০ বছর পর, যখন এরাও চলে যাবে, তাদের সন্তানসন্ততিও মৃত্যু বরণ করবে আর তাদের সন্তানসন্ততিও মৃত্যু বরণ করবে, তখন মানুষের কাছে প্রকাশ করা হবে। যখন পণ্ডিত লেখরামও থাকবে না, মুন্সি ইন্দারমান মুরাদাবাদীও থাকবে না আর তাদের সন্তানরাও থাকবে না এবং তাদের সন্তানদের সন্তানরাও থাকবে না, তখন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানুষের কাছে প্রকাশ করা হবে। এখন বলুন! কোন ব্যক্তি কি এসব অর্থকে সঠিক বলে মানতে পারে? তাদের কোন জ্ঞানবুদ্ধি আছে কি?

তৃতীয়ত তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী এজন্য করা হয়েছে যেন সত্য স্বীয় সমূহ কল্যাণরাজিসহ এসে যায় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে। এর অর্থও সুস্পষ্ট আর তা হলো সত্য এখন দুর্বল আর মিথ্যা প্রবল। আল্লাহ্ তা'লা চান যেন এমন নিদর্শন প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে ইসলামের শত্রুদের নিকট সত্যের প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যায় এবং তারা এ কথা মানতে বাধ্য হয় যে, ইসলাম সত্য আর এর বিপরীতে যত ধর্ম রয়েছে সেগুলো সব মিথ্যা।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ উদ্দেশ্য এটি বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন বুঝতে পারে আমি সর্বশক্তিমান এবং যা চাই তা-ইকরি। এখন এটি প্রণিধানের বিষয় যে, মানুষ এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাকে কীভাবে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করতে পারে? যদি এটি বলা হতো যে, তিনশ' বা চারশ' বছর পর এমন একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে যার ফলে তোমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের খোদা সর্বশক্তিমান। এমন ভবিষ্যদ্বাণীকে লেখরাম কী-ই বা গুরুত্ব দিত, কিংবা যারা তখন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করছিল, মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করছিল, ইসলামকে এক মৃত ধর্ম আখ্যায়িত করছিল, তাদের জন্য এটি কীভাবে দলীল হতে পারত যে, তোমরা চারশ' বছর পর খোদা তা'লার সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারবে। চারশ' বছর পর যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে তার মাধ্যমে তারা খোদা তা'লাকে কীভাবে সর্বশক্তিমান মানতে পারত? তারা তো এটিই বলত যে, আমরা এসব মুখের দাবি বিশ্বাস করি না যে, চারশ' বছর পর এমনটি হবে। এটি তো সবাই বলতে পারে। আমরা তখন মানবো যদি আমাদের সামনে নিদর্শন দেখানো হয় এবং ইসলামের খোদার সর্বশক্তিমান হওয়া প্রমাণ করা হয়। অতএব এই নিদর্শন তাঁর (আ.) জীবদ্দশায় পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল।

পঞ্চম উদ্দেশ্য এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যেন এটি বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আমি তোমার সাথে আছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি চারশ' বছর পর পূর্ণ হওয়ার থাকে তাহলে এই যুগের মানুষ কীভাবে বিশ্বাস করতে পারত যে, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আছেন। ষষ্ঠ উদ্দেশ্য এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা খোদার অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করে না এবং খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে, তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে। এর অর্থও এটি-ই দাঁড়ায় যে, যারা আমার যুগে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের সামনে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তারা ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন দেখতে পাবে, কিন্তু তা দেখবে ৪০০ বছর পর, যখন কিনা বর্তমান যুগের লোকজন বরং তাদের সন্তানসন্ততি এবং তাদেরও সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ জীবিত থাকবে না। এখন এটিও কোন যুক্তিযুক্ত কথা হতে পারে না। সপ্তম উদ্দেশ্য তিনি এটি বর্ণনা করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এ কারণে করা হয়েছে যেন অপরাধীদের পথ বা রীতিনীতি প্রকাশ পেয়ে যায় এবং বুঝা যায় যে, তারা মিথ্যাবাদী।

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযূর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

চারশ' বছর পর আগমনকারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ যুগের লোকেরা কীভাবে বুঝবে যে, অপরাধীরা মিথ্যা বলছিল?"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৪৬-১৪৭)

অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের সন্তান সম্পর্কিত। আর যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতেও বলা হয়েছে যে, সে তোমারই ঔরসজাত হবে, তোমারই বংশ হবে, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য থেকে নয়। এটি তাঁর (আ.) পুত্র সম্পর্কে বলা হয়েছিল যা অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। আর ৫২ বছর পর্যন্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খিলাফত একটি উজ্জ্বল নিদর্শনের ন্যায় সারা পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে। আর জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যেসব কাজ তিনি করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে বিরোধীরাও স্বীকৃতি প্রদান করেছে যার উল্লেখ জামা'তের বিভিন্ন বইপুস্তকে রয়েছে যা বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘোষণা করেন যে, আমিই মুসলেহ্ মওউদ। প্রথমে তার বিরুদ্ধে এই আপত্তি ছিল যে, তিনি মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন নি। ১৯৪৪ সালে তিনি এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, আমি বলছি এবং খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল এবং আমাকেই আল্লাহ্ তা'লা সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার স্থল বানিয়েছেন, যা একজন প্রতিশ্রুত আগমনকারীর বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমি প্রতারণামূলক কথা বলেছি, কিংবা এই বিষয়ে মিথ্যা বলেছি ও সত্যের অপলাপ করেছি, সে এগিয়ে আসুক এবং এই বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক; অথবা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি যাচনা করে কসম খেয়ে এই ঘোষণা করুক যে, খোদা তাকে বলেছেন– আমি মিথ্যা কথা বলছি। তখন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই স্বীয় ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে যে, কে মিথ্যাবাদী আর কে সত্যবাদী। কিন্তু কেউই এর জন্য এগিয়ে আসে নি; এমনকি জামা'তের ভেতরেও যারা তার বিরোধী ছিল ও পৃথক হয়ে গিয়েছিল (তারাও না)। তিনি বলেন, আর যদি তারা বলে যে, সেই স্বপ্ন তো সত্য, যেমনটি কিনা মিসরী সাহেব বলেছেন, অর্থাৎ যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের একজন, তবে সেটির সত্যতার বিষয়ে তারা প্রবন্ধ লিখুক; আমি তাদের সেই প্রবন্ধের উত্তর প্রদান করব। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যদি তারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তবে এমনভাবে অপমানিত হবে যে, দীর্ঘকাল স্মরণ রাখবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তাঁর দয়ায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যার পূর্ণতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা হচ্ছিল, আল্লাহ্ তা'লা সেটি সম্পর্কে স্বীয় ইলহাম ও সংবাদের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সত্তায় পূর্ণ হয়েছে এবং এখন ইসলামের শত্রুদের সামনে খোদা তা'লা পূর্ণ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম খোদা তা'লার সত্য ধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খোদা তা'লার সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার সত্য প্রেরিত মহাপুরুষ। তারা মিথ্যাবাদী, যারা ইসলামকে মিথ্যা বলে; মিথ্যুক তারা, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলে। খোদা তা'লা এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, কার এই সাধ্য ছিল যে, সে ১৮৮৬ সালে, আজ থেকে পুরো আটান্ন বছর পূর্বে, নিজের পক্ষ থেকে এই খবর দিতে পারত যে, নয় বছর সময়ের মধ্যে তার ঘরে এক পুত্র জন্ম নিবে, সে দ্রুত বড় হবে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে, সে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম পৃথিবীতে প্রচার করবে, তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ করা হবে, সে ঐশী প্রতাপ বিকাশের কারণ হবে, আর সে খোদা তা'লার ক্ষমতা ও তাঁর নৈকট্য এবং তাঁর দয়ার এক জীবন্ত নিদর্শন হবে। পৃথিবীর কোন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে এমন সংবাদ দিতে পারত না। খোদা তা'লা এই সংবাদ দিয়েছেন, অতঃপর সেই খোদা-ই এই সংবাদকে পূর্ণতা দান করেছেন; তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন যে, আর এই সংবাদকে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন যার সম্পর্কে ডাক্তাররাও এই আশা করত না যে, সে বেঁচে থাকবে বা দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রথমদিকে এমন ছিল যে, ডাক্তাররা আশা করত না যে, তিনি বেঁচে থাকবেন। যাহোক, তিনি নিজের সম্পর্কে আরও বলেন, শৈশবে আমার স্বাস্থ্য এতটা ভগ্ন ছিল যে, একবার ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমার সম্পর্কে একথা বলেন যে, তার যক্ষা হয়েছে, তাকে কোন পাহাড়ী এলাকায় অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শিমলা পাঠিয়ে দেন; কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি উদাস হয়ে পড়ি, আর একারণে শীঘ্রই ফেরত চলে আসি। মোটকথা এমন এক মানুষ, যার স্বাস্থ্য কোন একদিনের জন্যও ভালো ছিল না– সেই মানুষকে খোদা তা'লা জীবিত রেখেছেন; আর জীবিত রেখেছেন তার মাধ্যমে নিজ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে পূর্ণ করা এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। এছাড়া সে এমন ব্যক্তি ছিল, জাগতিক জ্ঞানের কোন জ্ঞান যার ছিল না; কিন্তু খোদা তা'লা নিজ কৃপায় ফিরিশতাদেরকে আমার শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমাকে পবিত্র কুরআনের সেসব অর্থ সম্পর্কে অবগত করেন, যা কোন মানুষের কল্পনাতেও আসতে পারতো না। সেই জ্ঞান, যা খোদা তা'লা আমাকে দান করেছেন, সেই আধ্যাত্মিক ঝর্ণা, যা আমার বক্ষে উৎসারিত হয়েছে, তা ধারনাপ্রসূত বা কাল্পনিক নয়, বরং এমন অকাট্য ও সুনিশ্চিৎ যে, আমি পুরো পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করছি, যদি এই পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকে যে এই দাবি করে যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে কুরআন শেখানো হয়েছে তাহলে আমি সর্বদা তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি (আ.) সেই যুগে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু আমি জানি যে, বর্তমানে এই পৃথিবীর বুকে আমি ব্যতীত অন্য কাউকে খোদার পক্ষ থেকে কুরআনের জ্ঞান দান করা হয় নি। খোদা তা'লা আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। আর এই যুগে তিনি আমাকে কুরআন শেখানোর জন্য পৃথিবীর শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। খোদা তা'লা আমাকে এই উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়েছেন যেন আমি মুহাম্মদ (সা.) ও পবিত্র কুরআনের নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাই এবং ইসলামের মোকাবিলায় পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা ধর্মকে চিরতরে পরাজিত করি। জগদ্বাসী সর্বশক্তি প্রয়োগ করুক, তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও জনবল একত্রিত করুক, খ্রিষ্টান বাদশা ও তাদের সকল রাজত্ব সমবেত হোক, ইউরোপআমেরিকাও একত্রিত হোক, পৃথিবীর সকল বড় বড় বিত্তবান ও শক্তিশালী জাতি একত্রিত হয়ে যাক, আর তারা আমাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করার জন্য একজোট হয়ে যাক, তবুও আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, আমার মোকাবিলায় তারা ব্যর্থ হবে এবং খোদা তা'লা আমার দোয়া ও পরিকল্পনার সম্মুখে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও মিথ্যাকে নস্যাৎ করে দিবেন। খোদা তা'লা আমার মাধ্যমে অথবা আমার শিষ্য ও অনুসারীদের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর নামের কল্যাণে ইসলামের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ততক্ষণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম পুনরায় স্বীয় মহিমার সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পুনরায় পৃথিবীর জীবন্ত নবী স্বীকার করা না হয়। "

অতএব এটি কোন সাধারণ ঘোষণা ছিল না। আমি যেমনটি বলেছি, তাঁর (রা.) বায়ান্ন বছরের খিলাফতকাল এবং এর প্রতিটি দিন এই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা প্রকাশ করছে। অতঃপর তিনি বলেন, হে আমার বন্ধুগণ! আমি নিজের জন্য কোন সম্মানের আকাঙ্ক্ষী নই, আর যতক্ষণ খোদা তা'লা আমার কাছে প্রকাশ না করেন আমি দীর্ঘায়ূরও প্রত্যাশী নই। অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু লাভের বাসনাও রাখি না। তবে হ্যাঁ, আমি খোদা তা'লার অনুগ্রহ প্রত্যাশী। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও ইসলামকে পুনরায় নিজ পায়ে দাঁড় করানো এবং খ্রিষ্টধর্মকে পিষ্ট করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ আমার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের অনেক ভূমিকা থাকবে। আর যেসব গোড়ালি শয়তানের মাথা পদদলিত করবে এবং খ্রিষ্টীয়

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

বিশ্বাসের অবসান ঘটাবে তন্মধ্যে একটি আমারও হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই সত্যকে নিতান্ত প্রকাশ্যে গোটা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। এই ধ্বনি ভূমি ও নভোমণ্ডলের খোদার ধ্বনি। এটি ভূমি ও নভোমণ্ডলের খোদার ইচ্ছা। এটি অমোঘ সত্য, যা অটল, টলবে না। ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর বুকে বিজয়ী হবেই হবে, ইনশাআল্লাহ্। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস পৃথিবীতে পরাজিত হবেই হবে। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসকে আমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন আশ্রয়স্থল নেই। খোদা তা'লা আমার হাতেই এটিকে পরাজিত করবেন। হয় আমার জীবদ্দশাতেই এটিকে এমনভাবে পিষ্ট করবেন যে, এটি মাথা উঠানোর শক্তি রাখবে না অথবা আমার রোপিত বীজ থেকে সেসব মহীরূহ সৃষ্টি হবে যাদের সামনে খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস একটি শুষ্ক গুল্মলতার ন্যায় নিস্তেজ হয়ে যাবে আর পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পতাকা পরম উচ্চতায় উড্ডীন দেখা যাবে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, এ স্থলে আমি আপনাদেরকে এই শুভসংবাদ প্রদান করছি যে, খোদা তা'লা আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই ভীবষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন যা মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ছিল সেখানে এর পাশাপাশি আমি সেসব দায়িত্বের প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যা আপনাদের ওপর বর্তায়, আর এ দায়িত্বাবলী আজও আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনারা যারা আমার এ ঘোষণার সত্যায়নকারী; যারা সত্যায়ন করছেন যে, আমি মুসলেহ্ মওউদ, আপনাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করুন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয় এবং সফলতার জন্য নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দিত হতে পারেন, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য আনন্দ করা যেতে পারে, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দান করেছেন, তাই আপনারা আনন্দিত হতে পারেন। বরং আমি বলব, আপনাদের অবশ্যই আনন্দিত হওয়া উচিত; কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরে স্বয়ং লিখেছেন যে, তোমরা আনন্দিত হও এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও, কেননা এরপর আলো আসবে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে আনন্দিত হতে বারণ করি না। আমি তোমাদেরকে উচ্ছ্বসিত হতে বারণ করি না। নিঃসন্দেহে তোমরা আনন্দ কর এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও, কিন্তু আমার কথা হলো, এ আনন্দ-উল্লাসে তোমরা নিজেদের দায়িত্বসমূহকে ভুলে যেও না। যেভাবে খোদাতা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, আমি দ্রুত দৌড়াচ্ছি আর ভূপৃষ্ঠ আমার পদতলে গুটিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্পর্কে এলহামের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি দ্রুত বৃদ্ধি পাব। সুতরাং আমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, আমি ক্ষিপ্র ও দ্রুত পদচারণায় উন্নতির ময়দানে এগিয়ে যাব। কিন্তু একই সাথে আপনাদের ওপরও এই দায়িত্ব বর্তায় যে, নিজ পদচারণায় গতি সঞ্চার করুন এবং অলস চালচলন পরিহার করুন। কল্যাণমণ্ডিত সে, যে আমার সাথে সমান তালে চলে এবং দ্রুততার সাথে উন্নতির ময়দানে ছুটে। আল্লাহতা'লা দয়া করুন সে ব্যক্তির ওপর, যে অলসতা এবং অবহেলার কারণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় না আর এই পথে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে মুনাফিকদের ন্যায় নিজ পদক্ষেপ পিছিয়ে নেয়। তিনি বলেন, তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও এবং নিজেদের দায়িত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে থাক, তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার সাথে অগ্রসর হও যেন আমরা কুফরের বক্ষে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা সংস্থাপন করতে পারি আর মিথ্যাকে চিরদিনের জন্য ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। আর ইনশাআল্লাহ্ এমনটিই হবে। আকাশ ও পৃথিবী টলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কথা কখনো টলতে পারে না।"

(আল মাউদ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ৬৪৫-৬৪৯)

আল্লাহতা'লা আমাদেরকে সামর্থ্য দান করুন যেন আমরা কর্মোদ্দমী হই, শুধুমাত্র মুসলেহ্ মওউদ দিবস উদযাপনকারী না হই। ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচারকারী হই। শুধুমাত্র এ কথায় আনন্দিত না হয়ে যাই যে, আমরা মুসলেহ্ মওউদ দিবসের জলসা উদযাপন করছি। প্রকৃত অর্থে যেন আমরা এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছিলেন আর যার জন্য তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন আর মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সেগুলোর একটি ভবিষ্যদ্বাণী।

তাঁর কাজের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কেবল একটি কথা এখানে আমি উল্লেখ করছি। ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ হলো তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি রূপরেখা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুস্তকাদি, বক্তৃতামালা এবং বক্তৃতার সংকলন আনওয়ারুল উলুম নামে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকগুলো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। যারা উর্দূ পড়তে জানেন তাদের পড়া উচিত; অবশ্য কিছু বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আনওয়ারুল উলুমের ছাব্বিশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাব্বিশটি খণ্ডে মোট ছয়শত সত্তরটি পুস্তক, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। খুতবাতে মাহমুদের এখন পর্যন্ত মোট উনচল্লিশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত খুতবা ছেপে গেছে। এই খণ্ডগুলোতে ২৩৬৭ টি খুতবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীর সগীর রয়েছে ১০৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তফসীরে কবীরের ১০টি খণ্ড রয়েছে যাতে পবিত্র কুরআনের ৫৯ টি সূরার তফসীর বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কবীরের ১০ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৫৯০৭। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর অপ্রকাশিত তফসীর বা তাঁর পবিত্র কুরআনের দরস, যা অপ্রকাশিত ছিল, তা রিসার্চ সেল কম্পোজ করার পর ফযলে উমর ফাউণ্ডেশন এর কাছে হস্তান্তর করেছে। এতে ৩০৯৪ পৃষ্ঠা রয়েছে। এরপর আমি রিসার্চ সেলকে বলেছিলাম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর লেখা থেকেও যেন পবিত্র কুরআনের তফসীর একত্রিত করা হয়, যার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে আর এখন পর্যন্ত ৯ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তফসীর সংকলন করা হয়েছে এবং এ কাজ চলমান রয়েছে।

এটি তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট। কিন্তু এই সমীক্ষাকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার যুগে এক খুতবায় উল্লেখ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সেই উদ্ধৃতিটি আমি পড়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে বলেছিলেন, তাঁকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন, এ সম্পর্কে আমি অনেক তথ্য একত্রিত করেছিলাম কিন্তু এখন আমি শুধুমাত্র সে চিত্রই উপস্থাপন করতে পারব যা আমি এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়েছি, আর তা হলো, তফসীর সম্পর্কে বলতে গেলে হুজুরের একটি তফসীর হলো 'তফসীরে কবীর'। তা এমন এক বিস্ময়কর তফসীর, যার কোন একটি অংশ যদি কোন ব্যক্তি মনোযোগের সাথে পড়ে তাহলে সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, পৃথিবীতে যদি কোন খোদাপ্রেমিক বুযুর্গ জন্ম গ্রহণ করতেন আর তিনি কেবল কুরআন করীমের এই অংশ ব্যাখ্যামূলক নোটের সাথে প্রকাশ করতেন তাহলে এটি তাকে পৃথিবীর দৃষ্টিতে একজন অন্যতম সম্মানীত মানুষ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তিনি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আরো অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। আর আমার ধারণা হলো, তিনি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যায় আট-দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। তফসীরে কবীরের এগারো খণ্ডও এর অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কে হুজুর ১০ টি পুস্তক-পুস্তিকা লিখেন। আধ্যাত্মিকতা, ইসলামী নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে ৩১ টি পুস্তক-পুস্তিকা লিখেন। সীরাত ও জীবনচরিত সম্পর্কে ১৩ টি পুস্তক-পুস্তিকা, ইতিহাস সম্পর্কিত ৪ টি পুস্তকপুস্তিকা, ফিকাহ্ সম্পর্কে ৩ টি পুস্তক-পুস্তিকা, ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পূর্বের রাজনীতি সম্পর্কে ২৫ টি পুস্তক-পুস্তিকা এবং ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান গঠনের পরের রাজনীতি সম্পর্কে ৯ টি পুস্তক-পুস্তিকা, কাশ্মীর-এর রাজনীতি সম্পর্কে ১৫ টি পুস্তক-পুস্তিকা, আহমদীয়া আন্দোলন সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়াদি এবং তাহরীক সমূহ সম্পর্কে ৯৯ টি পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন।এই সকল বই-পুস্তকের মোট সংখ্যা ২২৫ দাঁড়ায়। তখন হয়ত পুরো তথ্যও তাঁর কাছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আরো বেশি তথ্য রয়েছে, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যাহোক তিনি বলেন, যেভাবে ইলহামে বলা হয়েছিল 'তাঁকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে', এগুলোর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলে এর মাঝে বাহ্যিক জ্ঞানও দৃষ্টিগোচর হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও লক্ষ্য করা যায়। আরো মজার বিষয় হলো- যখনই তিনি কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এটিই বলেছে যে, এর চেয়ে ভালো লেখা সম্ভব নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বা যখনই তিনি রাজনীতি সম্পর্কে নেতাসুলভ সু-পরামর্শ দিয়েছেন তখন ঘোর বিরোধীরাও তার অসাধারণযোগ্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মোটকথা তাঁর (রা.) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে একটি বিশদ বিবরণ রয়েছে,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 26 Mar , 2020 Issue No.13

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমি এর হাজার ভাগের এক ভাগও উপস্থাপন করতে পারবনা। শুধু একটি ভাসাভাসা চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেই আমি ইতি টানছি।

(মাসিক আনসারুল্লাহ্, হযরত মুসলেহ মওউদ সংখ্যা, জুন-জুলাই, ২০০৯, পৃ: ৬৪-৬৫)

তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর মর্যাদাকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। আমরাও যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই পুত্রের ন্যায় ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করতে পারি আর ইসলামের সেবা করার জন্য আমরা যেন সদা প্রস্তুত থাকি। আর আমরা যেন সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হই যারা ধর্মের সেবক, তাদের অন্তর্ভুক্ত যেন আমরা না হই যাদের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছিলেন যে, "আপনাদের যুগে এই জামা'তের যেন দুর্নাম না হয়।"

(কালামে মাহমুদ, পৃ: ৯৭)

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন কখনো এই জামা'তের দুর্নামের কারণ না হই, বরং আমরা যেন এর সেবায় ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হতে থাকি।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমজন হলেন মোহতরমা মরিয়ম এলিযাবেথ সাহেবা, যিনি মুলতানের রঈস ও সাবেক আমীর মুকার্‌রম ও মোহতরম মালিক ওমর আলী খোখার সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন** । তিনি এবং তার মেয়ে লিফ্‌ট-এর মাঝে ছিলেন, সেখানে লিফ্‌টের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তার মেয়েও সেই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন, তবে মরহুমা দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি জার্মান মহিলা ছিলেন এবং হ্যামবুর্গে বসবাস করতেন। তার জন্ম হয় ১৯৩৪ সনে। ১৯৫২ সনে তিনি বয়আত করেন আর মালিক ওমর আলী খোখার সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় জার্মানী চলে আসেন, যার কিছুকাল পরে তিনি আবার পাকিস্তান চলে যান। ওসীয়্যতের কল্যাণমণ্ডিত ব্যবস্থাপনায় তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নামায রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। সময়মতো নামায আদায় করাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময়ের খুব হিসাব রাখতেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নিয়মিত রোযা রাখতেন। তার সন্তানেরা বর্ণনা করেন যে, আমাদের পিতার সাথে তার বিয়ে হয় ১৯৫২ সালে। তৎকালে জার্মানীর মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোকাররম আব্দুল লতিফ সাহেব তাকে বয়আত করিয়ে বিয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। তার সন্তানেরা বলেন, আমাদের মা, যিনি প্রথম মা ছিলেন, অর্থাৎ মুকাররম মালিক উমর আলী সাহেবের প্রথম স্ত্রী সৈয়্যদা বেগম সাহেবা, যিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ঈসমাইল সাহেবের কন্যা ছিলেন, তারা সবাই তার সাথে মিলেমিশে থাকতেন আর তার চেয়ে বড় যিনি ছিলেন অর্থাৎ মালেক সাহেবের প্রথম স্ত্রী সৈয়্যদা বেগম সাহেবাকে তিনি অনেক সম্মান করতেন। পাকিস্তানে এসে তিনি নামায ও কুরআন পড়া শুরু করেন। এ কারণে তার জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়। আর সর্বপ্রথম যে পুস্তক তিনি পড়েছিলেন তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক। পাকিস্তানে থাকার ফলে তিনি উর্দূ এবং সারায়িকি ভাষাও কিছুটা বলতে পারতেন এবং ভালোভাবে বুঝাতেও পারতেন। তার দুই সন্তান ছিল, এক পুত্র এবং এক কন্যা। যখন তাদের বিয়ের সিদ্ধান্তের সময় হয়, তখন তিনি মালেক সাহেবের প্রথম স্ত্রী সৈয়্যদা বেগম সাহেবার উপর সিদ্ধান্তের ভার ন্যস্ত করেন যে, আপনি যেখানে ভালো সম্বন্ধ মনে করেন সেখানেই তাদের বিয়ে দিন। তার গর্ভ থেকে এক পুত্র রয়েছে তারেক আলী এবং এক কন্যা রয়েছে তাহেরা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, স্নেহের জাহেদ ফারেস আহমদ-এর, যে ১২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছে। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন** । সে তারেক নূরী এবং আতিয়াতুল আযিয খাদিজার পুত্র ছিল। স্নেহের জাহেদের নানা ফারুক আহমদ খান সাহেব, যিনি হযরত নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সবচেয়ে বড় দৌহিত্র, তিনিও লিখেছেন এবং এই ছেলের সঙ্গী-সাথী যারা ছিল তাদেরও অনেকেই লিখেছে যে, সে উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন ছিল। খুবই বোধসম্পন্ন ও খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত আমার কাছে চিঠি লিখত। সর্বদা পরীক্ষার সময় অথবা অন্যান্য বিষয়ে আমার কাছে চিঠি লিখত। নিজের আহমদী হওয়ায় গর্ববোধ করত। আর পাকিস্তানে স্কুলে নিজের আহমদী হওয়ার পরিচয় দেওয়া অনেক বড় বিষয়। নিয়মিত খুতবা শ্রবণ করত। ওয়াকফে নও ছিল। ক্লাসেও অংশগ্রহণ করত। নিজের বয়স অনুযায়ী ওয়াকফে নও-এর সিলেবাসও তার সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাসীদাও সে মুখস্থ করছিল। জামাতী চাঁদার ক্ষেত্রে, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর চাঁদা, যা তার জন্য উপযুক্ত ছিল, তাতে সে নিজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। নামায সেন্টারে নিয়মিত নামায পড়তে যেত, বা'জামাত নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিত এবং ফজরের পর নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করত। আর তার বন্ধুরাও লিখেছে যে, তার কণ্ঠ অনেক সুন্দর ছিল।

সে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল। জেনারেটরের মাধ্যমে ঘরে আগুন লাগার দরুন তার শরীরেও আগুন লেগে যায় এবং সে আহত হয়। যদিও সুস্থ্য হয়ে উঠছিল, ডাক্তাররা প্রথমে একথা-ই বলেছিল যে, সে সুস্থ্য হয়ে উঠছে এবং আঘাত সেরে উঠছে, কিন্তু এরপর কোন কারণে ইনফেকশন খুব বেড়ে যায়। হাসপাতালেই ইনফেকশন বা যা-ই কারণ ছিল তার ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রভাবিত হয় এবং হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই মরহুমের সঙ্গে, শিশু ছিল, এই বয়সের নিষ্পাপ শিশুরা নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিজ প্রিয়দের চরণে ঠাঁই দিন। তার মা-ই তাকে লালন পালন করে বড় করেছেন। বাবা জীবনে কখনোই খোঁজও নেয় নি; পৃথক হয়ে গিয়েছিল। মা এবং নানা-নানী তাকে লালন পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ধৈর্য্য এবং সাহস দিন আর তাদেরকে এত বড় শোক সহ্য করার তৌফিক দান করুন। এই শিশুর নানী ছিলেন তাহেরা বেগম সাহেবা, যিনি মরিয়ম বেগম সাহেবার কন্যা, আমি যেমনটি বলেছি, লিফট দুর্ঘটনায় তিনিও আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দান করুন এবং নিজের পরবর্তী প্রজন্মকে সুখী দেখার তৌফিক দিন।

তার এক ছেলে লিখেন, জাহেদের একটি ভালো অভ্যাস ছিল যে, অসুস্থ্য অবস্থায় সে যখন হাসপাতালে ছিল, তখন তার মায়ের চাচাতো ভাই তারেক আলী খোখারের ছেলে বলেন, আমি হাসপাতালে ছিলাম। তার অসুস্থ্য অবস্থায়ও সে সবসময় আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, আমি কি নামায পড়েছি? কখনো অচেতন হয়ে পড়ত অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকত, আর আমি যদি বলতাম, না, পড় নি, তখন তৎক্ষণাৎ শায়িত অবস্থাতেই নামায পড়া আরম্ভ করত।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা ক্রমাগত উন্নীত করুন আর তার মা এবং নানা-নানীকে ধৈর্য্য এবং সাহসিকতা প্রদান করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir